25

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 28 NOV 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮ ...

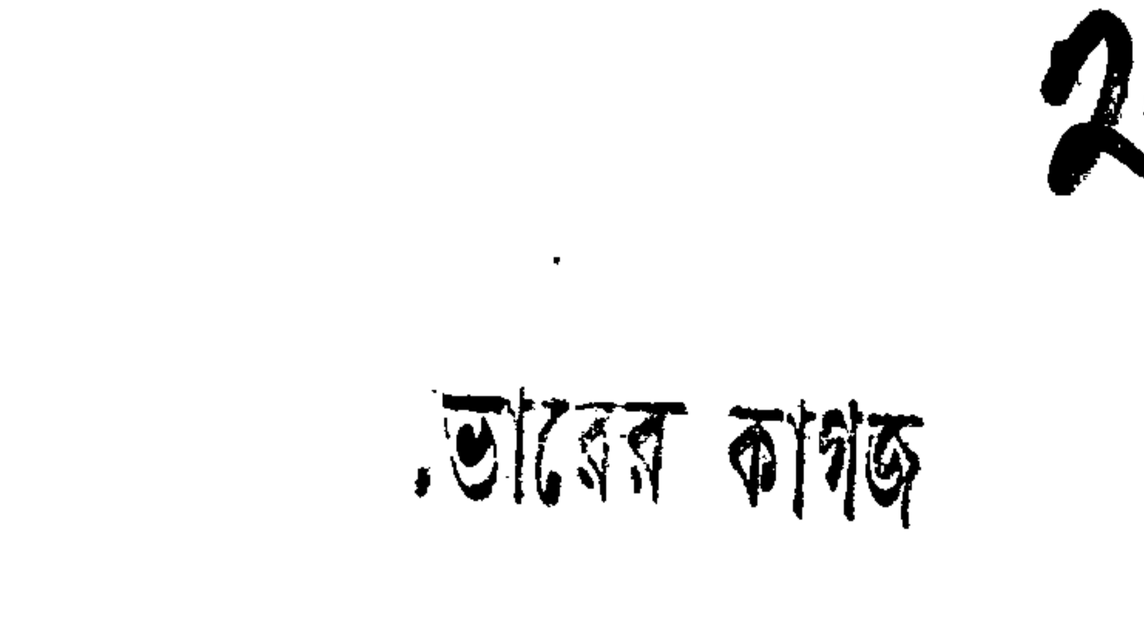

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্তদের মাঝে সনদপত্র ও পদক প্রদান করেন - পিআইডি

বুয়েট-এর পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

আগামী শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রকৌশলীদের ভূমিকা বাড়বে

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর, সমাবর্তন বক্তা ও ভাইস চ্যান্সেলর তাদের বক্তব্যে বিংশ শতাব্দীর উপযোগী বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করে দেশের অগ্রগতিতে অবদান রাখার জন্য সুদক্ষ কারিগর তৈরিতে বুয়েট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনজনের ভাষণেই এই সাধারণ আশাবাদ ধ্বনিত হয়।

সমাবর্তন-এর সভাপতি বুয়েট চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেশনজট মুক্ত আদর্শ শিক্ষা নিকেতন হিসেবে বুয়েটের ভূমিকাকে আগামীতে আরো বিস্তৃত করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা আরো জোরদার করতে হবে।

'সমাবর্তন বক্তা' বিগত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ হাবিবুর' রহমান একবিংশ শতাব্দীতেও সম্ভাব্য তীব্র সামাজিক-অর্থনৈতিক-পরিবেশগত সঙ্কটের মোকাবিলায় প্রকৌশলীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে উল্লেখ করেন।

বুয়েটের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ তার বক্তব্যে বলেন, আগামী দিনগুলোতে এই শিক্ষাঙ্গনে মানুষকে মহাশূন্যে পাঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চা করবে হবে সে সম্পর্কে কোনো সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয় আজ। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয় সৃজনশীল ও সুদক্ষ প্রকৌশলী, স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদ ও বিজ্ঞানী তৈরি করার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

হেমন্তের সহনীয় রৌদ্রস্নাত বুয়েটের সবুজ প্রাঙ্গণের প্যান্ডেলে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। '৮৯-'৯০ থেকে '৯৩-'৯৪ পর্যন্ত মোট পাঁচটি শিক্ষাবর্ষের দুহাজার ৬৭৫ জন গ্রাজুয়েট, ২৮৯ জন মাস্টার্স ও ১০ জন পিএইচডি ডিগ্রিধারী এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ৩৩ জন শিক্ষক ও গ্রাজুয়েটকে সনদ ও পদক প্রদান করা হয়।

● এরপর- পৃষ্ঠা ২

বুয়েট-এর পঞ্চম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত

● প্রথম পাতার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সনদ ও পদক তুলে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদে বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে প্রথম স্থান ও সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার কৃতিত্বের জন্য প্রবর্তিত মোট আটটি স্বর্ণপদক ৩৬ জন প্রকৌশলী স্থপতিকে প্রদান করা হয়। স্বর্ণপদকগুলো হচ্ছে- বিশ্ববিদ্যালয় স্বর্ণপদক, মালিক আকরাম হোসেন স্বর্ণপদক, শামসুন্নাহার খানম স্মৃতি স্বর্ণপদক, ড. আলী করিম স্বর্ণপদক, সরফুদ্দিন স্বর্ণপদক, ড. ভি জি দেশা স্বর্ণপদক, আহসানুর রহমান স্বর্ণপদক ও ড. রশীদ স্বর্ণপদক। স্বর্ণপদকপ্রাপ্তদের মধ্যে বেশ কজন দুটি করে স্বর্ণপদক লাভের গৌরব অর্জন করেন। এরা হলেন পুরকৌশল বিভাগের মোঃ জমির বিন আলম (শিক্ষাবর্ষ ১৯৯০-'৯১-'৯২), উদয় কুমার রায় ('৮৯-'৯০), ইফতেখার আনাম ('৮৯-'৯০), স্থাপত্য বিভাগের (১৯৯৫) নাসরীন হোসেন, কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিঃ বিভাগের তামান্না ইসলাম ('৯৩-'৯৪) প্রমুখ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে গবেষণা, শিক্ষকতা ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে কৃতিত্বপূর্ণ ও অনন্যসাধারণ অবদানের জন্য পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক সোহরাবউদ্দিন আহমেদকে ড. রশীদ স্মৃতি পদকে (১৯৯৫) ভূষিত করা হয়।

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠান মঞ্চে বুয়েটের ৫ জন ডীন উপস্থিত থেকে স্ব স্ব অনুষদের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের চ্যান্সেলরের সামনে উপস্থাপন করান। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন শিক্ষক প্রফেসর আজাদ রহমান ও শাহেদা রহমান অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সমাবর্তনে বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগে পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত মোট ১০ জন শিক্ষক-গবেষককে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এরা হলেন- পুরকৌশল বিভাগের মোঃ মঞ্জুর হোসেন, তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক কৌশল বিভাগের মোঃ বশিরউদ্দিন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের জীবন পোদ্দার, মোঃ ফিরোজ আলম খান, এ কে এম আবদুল হাকিম, মোঃ আবদুর রশীদ, আবদুস সাত্তার মোল্লা, যন্ত্রকৌশল বিভাগের মোঃ তাজুল ইসলাম ও মোঃ রইছউদ্দিন খান এবং যন্ত্রকৌশল বিভাগের মোঃ গোলাম মহিউদ্দিন।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী যথাসময়ে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমাবর্তনের বিশেষ আনুষ্ঠানিক গাউন পরিহিত চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে একাডেমিশিয়ানদের শোভাযাত্রার আগমন ও নির্গমনের সময় প্যান্ডেল চত্বরে পণ্ডিত রবিশঙ্করের মুক্তিযুদ্ধকালে সেতারে রচিত বাংলা ধুন বাজানো হয়।

বুয়েটের চ্যান্সেলর ও সমাবর্তনের সভাপতির ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরো বলেন, আমরা প্রকৌশল ও প্রযুক্তির উন্নয়নের গতিকে আরো ত্বরান্বিত করতে চাই। আমরা নিত্যনতুন উদ্ভাবিত কারিগরি ও প্রযুক্তিজ্ঞান আয়ত্ত করে তা সার্থকভাবে জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রয়োগ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় নেই দেশের এমন বৃহত্তর জেলা সদরগুলোতে বর্তমান সরকার ১২টি বিজ্ঞান ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। বুয়েটের ল্যাবরেটরি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সরকারের তরফ থেকে সম্ভব সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হবে। তিনি আমাদের প্রকৌশলীদের বিশ্বমান অর্জনের ওপর জোর দেন।

সমাবর্তন বক্তব্যে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান বলেন, প্রকৌশল বিদ্যার শীর্ষস্থানীয় শিক্ষায়তন হিসেবে বুয়েট বহু মেধাবী ও সফল প্রকৌশলীর জন্ম দিয়েছে। নানা বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দেশে ও বিদেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জন অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। তিনি বলেন, ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাত বারটার ঘন্টা বাজার পর ২০০০ সাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একবিংশ শতাব্দীর সৌভাগ্য দ্বার আমাদের জন্য খুলে যাবে না। সমাজের বিভিন্ন স্তরে আমরাতো বিংশ শতাব্দীর আশীর্বাদও এখন পৌঁছে দিতে পারিনি।

শিক্ষকদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বুয়েটের শিক্ষক টিউশনি বা কোচিং করবেন কিনা, কতোখানি কনসালটেন্সি করবেন, শেয়ার বাজারে উঠতি-পড়তিতে তিনি কতোখানি লিপ্ত হবেন বা সংস্কৃতি চর্চায় কতোখানি তিনি সময় দেবেন ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে স্বার্থের বিরোধ দেখা দিতে পারে। বুয়েটের শিক্ষককুল তাদের কর্তব্য অতিরিক্ত কর্মতৎপরতায় কিছু মানাদর্শ অনুসরণ করছেন। বিশেষ করে কনসালটেন্সির ব্যাপারে তারা যেসব নিয়মাবলী মেনে চলেছেন তা অন্যান্য শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের জন্য আমি অনুকরণযোগ্য বলে মনে করি।

ছাত্র রাজনীতি প্রসঙ্গে হাবিবুর রহমান বলেন, দেশে ছাত্র রাজনীতি আজ এক আকর্ষণীয় লাভজনক পেশা। দেশের যুবশক্তির এই মহাঅপচয় আমরা রোধ করতে পারবো যখন ছাত্র রাজনীতিকে সম্পূর্ণ অলাভজনক করা সম্ভব হবে। বহু গবেষিত বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানীরা যদি একটি জরিপ করে দেখান, ছাত্র রাজনীতির বদৌলতে দেশ কতোটা উপকৃত হয়েছে বা দেশের কতোটা অমঙ্গল হয়েছে তবে আমরা বড়ো উপকৃত হবো।

বুয়েটের উপাচার্য প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান প্রতিকূল অবস্থা এবং নৈতিক সঙ্কট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, পরীক্ষার নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষকদের একনিষ্ঠতা এবং ছাত্রদের শিক্ষানুরাগ ইত্যাদি ক্ষুণ্ন করতে তেমন কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি।

গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশে উপাচার্য বলেন, বুয়েটের কাছ থেকে কি আশা করেছিলে এবং তার বিপরীতে কি পেয়েছো সে মূল্যায়ন তোমরা হয়তো এর মধ্যে করে ফেলেছো। তোমাদেরকে প্রকৌশলী, স্থপতি এবং পরিকল্পনাবিদ হিসেবে তৈরি করতে বুয়েট তার সাধ্যমতো যা দেওয়ার দিয়েছে। তবে আরো কিছু দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে আরো দেওয়া যেতো যদি বুয়েটের পর্যাপ্ত সংখ্যক আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি থাকতো।

সমাবর্তনে মন্ত্রী, সাংসদ, কূটনীতিক, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষাবিদসহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং প্রথমবারের মতো গ্রাজুয়েটদের অভিভাবকরা যোগ দেন।